জান্নাতের চাবি

বই	জান্নাতের চাবি
মূল	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
অনুবাদ ও সম্পাদনা	হাসান মাসরুর
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

জান্নাতের চাবি

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

জান্নাতের চাবি

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
রবিউল আওয়াল ১৪৪১ হিজরি / নভেম্বর ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
Sijdah.com
wafilife.com

মূল্য : ৬৭ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৭
ইসলামে নামাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ০৯
নামাজের প্রতি ভালোবাসা ১৪
জামাআত সহকারে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব ও ফজিলত ১৯
আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়া ২৯
চাশতের সুন্নাত ৩৫
নামাজে সালাফের খুশু-খুজু ৩৬
নামাজের ব্যাপারে মানুষ পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত ৪৫
নামাজ পরিত্যাগকারীর বিধান ৪৮
    কুরআন থেকে দলিল ৪৯
    সুন্নাহ থেকে দলিল ৪৯
    সাহাবিদের বাণী থেকে দলিল ৪৯
    বিশুদ্ধ কিয়াস থেকে দলিল ৫০

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله الذي وعد من أطاعه جنات عدن تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خير من صلى وصام وعبد الله حتى أتاه اليقين

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আনুগত্যকারীদের জন্য এমন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ এবং যাতে রয়েছে এমন মনোমুগ্ধকর জিনিস, যা কোনো চোখ কখনো অবলোকন করেনি, কোনো কান কখনো শোনেনি এবং কারও হৃদয় যা কখনো কল্পনাও করেনি। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলের ওপর, যিনি আমৃত্যু নামাজ, রোজা ও আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছেন—এমন লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম।

প্রিয় পাঠক, আমরা আপনাদের সামনে পেশ করতে যাচ্ছি «أين نحن من هؤلاء» বা 'সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা?' সিরিজের দ্বিতীয় উপহার «والثمن الجنة» বা 'জান্নাতের চাবি'। এতে আলোচিত হয়েছে নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান, যা নিয়ে কিছু লোক বাড়াবাড়ি করছে তো কিছু লোক তার প্রতি চরম অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করছে।

আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি, যখন মানুষ শরয়ি বিধান পালনে দুর্বলতা ও অলসতা দেখাচ্ছে আর পার্থিব বিষয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। তাই যুগের এই ক্রান্তিলগ্নে আমরা নামাজের মতো মহান ও গুরুত্বপূর্ণ বিধানের ব্যাপারে সালাফের দৃঢ়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি, যেন তা আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয় এবং তাকে প্রাণবন্ত ও দৃঢ়সংকল্প করে তোলে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের কর্মসমূহ তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য করার তাওফিক দান করুন।

-আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

ইসলামে নামাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামে নামাজের মর্যাদা ও গুরুত্ব অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে অনেক বেশি। নামাজ দ্বীন-ইসলামের ভিত্তি ও খুঁটি—যা ব্যতীত দ্বীন টিকে থাকে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ

'সকল বিষয়ের মূল হলো ইসলাম, এর স্তম্ভ হলো নামাজ এবং এর সর্বোচ্চ শিখর হলো জিহাদ।'[১]

নামাজ একটি স্বতন্ত্র ও স্থায়ী ফরজ ইবাদত। কখনো এর বিধান রহিত হয় না, এমনকি ভীতিকর পরিস্থিতিতেও না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

'নামাজসমূহের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে অনুগত হয়ে দণ্ডায়মান হও। এরপর যদি তোমাদের কারও ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই (নামাজ) পড়ে নাও অথবা সওয়ারির ওপরে। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে—যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না।'[২]

নামাজই প্রথম ইবাদত, যা আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন এবং এর ব্যাপারেই কিয়ামতের দিন প্রথমে হিসাব গ্রহণ করা হবে। উম্মাহর প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ অসিয়তও ছিল নামাজের ব্যাপারে। তিনি বলেন :

---

১. সুনানুত তিরমিজি : ২৬১৬

২. সুরা আল-বাকারা : ২৩৮-২৩৯

الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

'নামাজ, নামাজ এবং দাস-দাসীদের ব্যাপারে যত্নশীল হও।'[৩]

দ্বীনের বিধানগুলোর মাঝে শেষ যেটি হারিয়ে যাবে তা হচ্ছে নামাজ। যদি এটি নষ্ট হয়ে যায়, তবে পুরো দ্বীনই নষ্ট হয়ে যাবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ

'ইসলামের খুঁটিগুলো এক এক করে ভেঙে পড়বে। যখনই একটি খুঁটি ভেঙে পড়বে, মানুষ তার পরবর্তীটি আঁকড়ে ধরবে। প্রথম ভেঙে পড়বে খিলাফত এবং শেষ ভেঙে পড়বে নামাজ।'[৪]

আল্লাহ তাআলা হিদায়াত ও তাকওয়ার জন্য নামাজকে মৌলিক শর্তরূপে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

الم * ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

'আলিফ-লাম-মিম। এ সেই কিতাব, যাতে কোনোই সন্দেহ নেই। পথপ্রদর্শনকারী পরহেজগারদের জন্য, যারা অদৃশ্য বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যে রিজিক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে।'[৫]

নামাজের প্রতি যত্নশীলদের আল্লাহ তাআলা মন্দ স্বভাবের লোকদের থেকে বাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

---

৩. মুসনাদু আহমাদ : ২৬৪৮৩

৪. মুসনাদু আহমাদ : ২২১৬০

৫. সুরা আল-বাকারা : ১-৩